১২.৬ প্রাথমিক প্রতিবিধানকারীর করণীয় কর্তব্য (Duties of First aider) ঃ

প্রাথমিক প্রতিবিধানকারীকে সর্বদা -

সাহায্যের ডাক আসলেই দ্রুত সাড়া দিতে হবে। দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের উপরেই রোগীর জীবনরক্ষা নির্ভর করে।

শান্ত ও রীতিসম্মতভাবে আহতের সেবায় লিপ্ত হতে হবে, আহত ব্যক্তিকে পরীক্ষা করার ব্যাপারে অযথা বেশী সময় নিলে তার আরোগ্যলাভে বিঘ্ন ঘটবে।

সম্পূর্ণ রোগনির্ণয়ের আগেই সুস্পষ্ট আঘাত গুলির এবং জীবন বিপন্নকারী অবস্থা যেমন- শ্বাসকষ্ট, রক্তক্ষরণ ও স্নায়বিক আঘাতের চিকিৎসা করতে হবে।

যদি তৎক্ষনাত হাতের কাছে পাওয়া যায়, তাহলে প্রাথমিক প্রতিবিধানকরীকে তৎকালীন অবস্থা অনুসারে প্রাপ্ত জিনিসের উপর নির্ভর করতে হবে।

পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিশেষভাবে লক্ষ্য করতে হবে।

১২.৭ প্রাথমিক প্রতিবিধানকারীর গুণাবলী (Qualities of a good first aider) ঃ

সাহস ও আত্মবিশ্বাস, দূর্ঘটনায় স্থির ও শান্ত থাকা, রোগীকে সাহস প্রদান করা, ভিড়এড়িয়ে কাজ করার ক্ষমতা, প্রাথমিক চিকিৎসায় সম্যক জ্ঞান, অতি উৎসাহী না হওয়া, রোগীর অবস্থা বিচার ও বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা, কুশলী হওয়া, রোগীর আত্মীয়দের সাহস প্রধান করা, শারীরিক সক্ষমতা।

১২.৮ প্রাথমিক প্রতিবিধানের প্রয়োজনীয় নিয়ম কানুন (Golden rules of frist aid) ঃ

১) প্রথমে যাহা করনীয়, তা দ্রুতভাবে সতর্কতার সাথে করতে হবে। ২) শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ হয়ে লেগে, কৃত্রিম উপায়ে শ্বাসপ্রশ্বাস চালু করার ব্যবস্থা করতে হবে। ৩) দ্রুত রক্তক্ষরণ বন্ধ করতে হবে। ৪) স্নায়বিক আঘাত হলে, তার চিকিৎসা আগে করতে হবে। ৫) আহত ব্যক্তি এবং নিকটে উপস্থিত ব্যক্তিদের যথাসম্ভব আশ্বস্ত করতে হবে। ৬) আহত ব্যক্তিদের চারিদিকের ভিড় দ্রুত সরিয়ে দিতে হবে। ৭) অযথা বস্ত্র অপসারণ করা উচিৎ নয়। ৮) দ্রুত ডাক্তারখানা বা হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে।

১২.৯ প্রাথমিক প্রতিবিধান বাক্সে কী কী প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম রাখা উচিত ? (What are the things to be kept in first aid box) ঃ

বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় ও বিভিন্ন সংস্থার প্রাথমিক প্রতিবিধান বাক্সে নিম্নলিখিত সরঞ্জাম থাকে।

ক) বিভিন্ন প্রকার ড্রেসিং ঃ

১", ২", ৩" গুটানো জীবনুযুক্ত ব্যাণ্ডেজ, ত্রিকোণ ব্যাণ্ডেজ, $^1/_2$ আউন্স জীবানুমুক্তো তুলোর প্যাকেট, $^1/_2$ আউন্স জীবানুমুক্ত গজের প্যাকেট। লিউকো প্লাষ্ট।

Scanned with CamScanner

খ) বিভিন্ন প্রকার ঔষধ ঃ

আয়োডিন, বেঞ্জিন, স্যাভলন, বারনল, বিভিন্ন প্রকার স্প্রে, পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট, সোডিয়াম বাইকার্বনেট, স্মেলিং সল্ট, গ্লুকোজ বা চিনির দানা, রেকটিফায়েড স্পিরিট।

গ) বিভিন্ন প্রকার যন্ত্রপাতি ঃ

৫" কাঁচি, সেফটিপিন (১ বাক্স), নোটবুক, পেন্সিল, চামচ, টর্চ, ড্রেসিং ফরসেপ, ব্লেড প্রভৃতি।

খেলার মাঠে, জিমনাসিয়াম ও সাঁতার পুলে প্রাথমিক প্রতিবিধানের জন্য কি কি যন্ত্রপাতি থাকে ঃ

ফাস্ট-এড বক্স, স্ট্রেচার, আইসবক্স, ছোট বড় স্প্রিন্ট প্রভৃতি।

১২.১০ ড্রেসিং কাকে বলে?

ক্ষতস্থান শুশ্রূষা করার নাম ড্রেসিং এবং যে বিশেষ কাপড়ের টুকরোটি সেই ক্ষতস্থান ঢাকবার জন্য ব্যবহার করা হয়, তাকেও ড্রেসিং বলে। তাই ক্ষত ড্রেসিং করার জন্য আমাদের ড্রেসিং ব্যবহার করতে হয়।

ড্রেসিংকে ক্ষতস্থানে বেঁধে রাখবার জন্য যে শুভ্র বস্ত্র খণ্ডটি ব্যবহার করা হয়, তাকে ব্যান্ডেজ বলে।

ব্যাণ্ডেজ, ত্রিকোণ বা গোটানো — দুই প্রকার হতে পারে। যে ব্যাণ্ডেজের অনেকগুলি প্রান্ত আছে, তাকে বলা হয় বহু প্রান্তিক বা মালটি-টেল্ড্ ব্যাণ্ডেজ।

লিউকো-প্লাস্ট এর একদিক এ্যান্টিসেপটিক্ আঠা দিয়ে চটচটে করানো থাকে। এগুলি অনেকক্ষেত্রে ব্যাণ্ডেজের কাজ করে।

১২.১১ ড্রেসিং করার পদ্ধতি ঃ

শরীরে কোন স্থানে ক্ষত হয়ে রক্ত পড়লে ক্ষতস্থান ড্রেসিং করার ধারাবাহিক পদ্ধতিটি হল ঃ

১) রোগীকে শুইয়ে আহত স্থান তুলে ধরতে হবে।

২) নিজের হাত দুটি সাবান জল দিয়ে পরিস্কার করতে হবে।

৩) ড্রেসিং প্যাকেটের এক প্রান্ত ছিঁড়ে ফেলে, ড্রেসিংটির কোনা ধরে সন্তর্পণে বার করতে হবে, যেন ড্রেসিং এর কোন পিঠে হাতের ছোঁয়া না লাগে।

৪) ড্রেসিং এর পিঠ দিয়ে ক্ষত স্থান পরিস্কার করতে হবে।

৫) ক্ষত পরিস্কার করার সময় ক্ষতের কেন্দ্রস্থল থেকে ক্ষতের পরিধির দিকে হাতটা চালাতে হবে। এলোমেলো ভাবে হাত চালালে চারপাশের ময়লা ভেতরে ঢুকে আসবে।

৬) ক্ষতের অন্য প্রাথমিক প্রতিবিধান যথাযথ ভাবে করতে হবে।

৭) ক্ষত স্থানে হাত লাগানো বর্জনীয়।

৮) গজ, ব্যান্ডেজ কাটতে কাঁচি ব্যবহার করার প্রয়োজন হলে, সেগুলি আগেই স্টেরাইল করে নিতে হবে।

৯) ক্ষত পরিস্কার করার পর, নতুন এক টুকরো স্টেরাইল ড্রেসিং দিয়ে ক্ষতস্থান ডেকে দিতে হবে।

১০) এর উপর স্টেরাইল তুলা চাপিয়ে ব্যান্ডেজ বাঁচতে হবে। স্প্লিন্ট লাগানো হলে তার মোলায়েম পিঠটি ক্ষতের দিকে থাকবে।

১২.১২ ব্যান্ডেজ কয় প্রকার ও কি কি?

ব্যান্ডেজ সাধারণত ঃ দুই প্রকার

যথা - ত্রিকোন ব্যান্ডেজ ও রোলার ব্যান্ডেজ। ত্রিকোন ব্যান্ডেজ ও রোলার ব্যান্ডেজ নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়।

Scanned with CamScanner

মাথার ব্যাণ্ডেজ

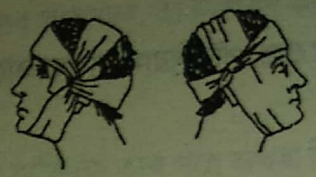

কপালের পার্শ্বদেশর ব্যাণ্ডেজ

চোখ

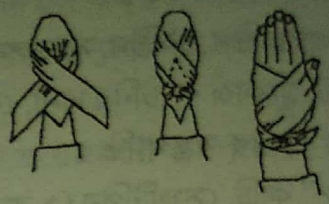

হাতের ব্যাণ্ডেজ

পা

কাঁধ

হাতের মুঠো

উরু

স্টাম্প

হাতের স্লিং

কুঁচকি

১) কোন পটী বা স্প্লিন্ট যথাস্থানে আবদ্ধ রাখার জন্য, ২) ভগ্ন অংশের নড়াচড়া বন্ধ করার জন্য। ৩) রক্তক্ষরণ বন্ধ করার জন্য।

১২.১৩ ত্রিকোন ব্যান্ডেজ (Triangular Bandage) ঃ ৩৮'' কম নয় এইরূপ বাহু বিশিষ্ট বর্গাকার একটি কাপড়ের কর্ণবরাবর কোনাকুনি কেটে নিলে দুখানি ত্রিকোন ব্যান্ডেজ তৈরী হয়। ত্রিকোন ব্যান্ডেজের তিনটি ধার থাকে, যেমন - ভূমি (Base), শীর্ষ (Point) ও প্রান্ত (Ends)। ত্রিকোন ব্যান্ডেজের ব্যবহার নিম্নরূপ -

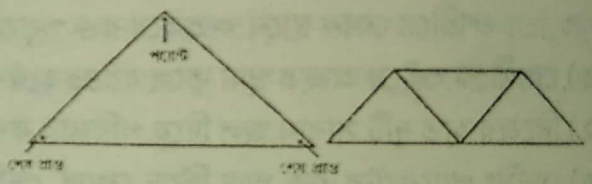

ক) ত্রিকোন ব্যান্ডেজ সামগ্রিক ভাবে ভাঁজবিহীন অবস্থায় আর্ম শ্লিং, ত্রিকোন শ্লিং এবং মাথার খুলি আচ্ছাদন করতে ব্যবহার করা হয়।

খ) চওড়া ব্যান্ডেজ (ব্রড ব্যান্ডেজ) হিসাবে মধ্য বিন্দুর উপর ভাঁজ করে এনে পুনরায় তাকে একবার ভাজ করলেই চওড়া ব্যান্ডেজ তৈরী হয়।

গ) সরু ব্যান্ডেজ হিসাবে কলার ও কাফ শ্লিং করতে ব্যবহার করা হয়। এছাড়া রিং প্যাড তৈরী করতে ব্যবহার করা হয়।

১২.১৪ গুটানো ব্যান্ডেজ (Roller Bandage) ঃ

রোলার ব্যান্ডেজ বিভিন্ন মাপের হয়, যেমন - ১", (২" - ২.৫"), (৩" - ৩.৫"), (৪" - ৬"), সাধারণতঃ আঙুলে ও কব্জিতে ১" মস্তক ও বাহুতে (২" - ২.৫") এবং (৩" - ৩.৫"), এবং দেহকান্ডে (৪" - ৬") মাপের ব্যান্ডেজ ব্যবহার করা হয়।

প্রাথমিক প্রতিবিধানের ক্ষেত্রে ড্রেসিং ঠিক জায়গায় রাখার জন্য এই ব্যান্ডেজ ব্যবহার করা হয়। এই ব্যান্ডেজ শক্ত করে জড়ানো যায়।

যখন রোলার ব্যান্ডেজের কিছুটা খেলা থাকে, এখন তার জড়ানো অংশকে বলে শীর্ষ বা Head এবং খোলা অংশকে বলে মুক্ত প্রান্ত বা Free end.

গুটানো ব্যান্ডেজের ব্যবহারের সাধারণ নিয়মাবলী ঃ

বর্ণনার সুবিধার জন্য ধরে নিতে হবে দেহটি খাড়া আছে এবং বাহু ও করতল সামনের দিকে প্রসারিত আছে। রোগীকে

Scanned with CamScanner